কুরবানী ও জরুরী মাসাইল

যুল কা'দাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২০ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ২ জুলাই ২০২১)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৩

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ،

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানীয় দ্বীনদার নামাযী ভাই সকল ! আজ যুল কা'দাহ মাসের ২০ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ । পবিত্র ঈদুল আযহার আর মাত্র ২০ দিন বাকি আছে। তাই আজ আমরা কুরবানী ও কিছু জরুরী মাসাইল সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে কুরআন মাজীদের সূরা কাওসারের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর দ্বারা আলোচনা শুরু করছি। কেননা, এ সূরার মধ্যে রয়েছে ঈদের নামায ও কুরবানীর নির্দেশ । আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

তরজমাঃ “নিশ্চয় আমি আপনাকে ‘কাওসার’ দান করেছি । সুতরাং আপনি নিজের রবের জন্য (ঈদের) নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন । নিশ্চয় আপনার শত্রুই নির্বংশ।” এ পর্যন্ত সূরা কাওসারের তরজমা শেষ হল ।

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর ইবনে কাসীরের ৮ খণ্ডের ৫০৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, মক্কায় থাকাকালীন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ‘কাসিম’ ইন্তেকাল করেছিলেন। তখন আবূ জাহ্‌ল, আবু লাহাব ও মক্কার কিছু কাফির নেতা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলেছিলঃ মুহাম্মাদ তো নির্বংশ । ওর কোনো পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পর ওর ধর্ম তো দূরের কথা, নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না । তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রিয় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেছিলেন ।

সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেনঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ “নিশ্চয় আপনার শত্রুই হবে নির্বংশ।” সত্যিই আজ আমরা দেখছি, আবূ জাহ্‌ল ও আবূ

লাহাবের ন্যায় নবীর দুশমনরা নির্বংশ। পৃথিবীর কোথাও তাদের কোন বংশধরের অস্তিত্ব নেই । পক্ষান্তরে, আমার নবীজির বংশধর এখনো আছে এবং ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । আর বর্তমান পৃথিবীতে আবূ জাহ্ল আবূ লাহাবের, প্রশংসার নজরে নাম নেওয়ার মতো কেউই নেই। পক্ষান্তরে, কলিমা, আযান, ইকামত ও নামায প্রভৃতির মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় নবীজির পবিত্র নাম সবসময় উচ্চারণ হচ্ছে। এটা সূরা কাওসারের তৃতীয় আয়াতের বাস্তবতা।

শ্রোতামণ্ডলী ! সূরা কাওসারের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ "হে নবী ! নিশ্চয় আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি।"

তাফসীরে তবারীর ২৪ খণ্ডের ৬৭৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, আনাস রযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যামতে, কাওসার মানে হাশর-মাঠের 'হাউজে কাওসার'। যা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়া হবে। যে হাউজ থেকে তিনি নিজের

উম্মতকে পানি পান করাবেন । আর এটাই ‘কাওসার’ কথাটির সবচেয়ে মাশহূর ব্যাখ্যা ।

সহীহ বুখারীর ৬৫৮৩ নাম্বার হাদীসে সাহাবী সাহ্‌ল বিন সা’দ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি হাউজে কাওসারের পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না । আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়া’লা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাত থেকে হাউজে কাওসারের পানি পান করার সৌভাগ্য দান করুন ।

ঈমানদার ভাই সকল ! সূরা কাওসারের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অতএব, হে নবী আপনি নিজের রবের জন্য (ঈদের) নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন । এই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নামায ও কুরবানীর আদেশ দিয়েছেন । নামায হল দৈহিক ইবাদাত আর কুরবানী একটি আর্থিক ইবাদাত। এ ইবাদাত দু’টির মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । এজন্যই আল্লাহ তায়ালা

সূরা আনআমের ১৬২ নাম্বার আয়াতে এ ইবাদাত দুটিকে একত্রিত ভাবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তরজমাঃ “হে নবী ! আপনি বলুনঃ নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী ও আমার জীবন-মরণ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।”

শ্রোতামণ্ডলী ! কুরবানীর ঈদের আর মাত্র ২০ দিন বাকি আছে । মনে রাখা দরকার, পশু কুরবানী করা কেবল আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বৈশিষ্ট্য নয় ; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করার নিয়ম, নবী আদম আলাইহিস সালামের যামানা থেকে চলে আসছে । আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ৩৪ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ “আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি।”

তাফসীর ইবনে কাসীরের ৮ খণ্ডের ৫০৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,মক্কার মুশরিকরা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম অনুসরণের দাবিদার ছিল । তাই তারা ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের পশু কুরবানী করার আমল অনুসরণ করে, প্রতি বছর কুরবানী দিত । তবে তারা আল্লাহর নামে নয় বরং নিজেদের দেব-দেবীর নামে কুরবানী করত । অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে পশু জবাই করা শির্ক। আর এরূপ পশুর গোশত খাওয়াটাও হারাম। এ বিষয়ে কুরআন কারীমের সূরা মাইদার ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرُ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه

তরজমাঃ “তোমাদের উপর মৃতপ্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে জবাই করা প্রাণীর গোশত হারাম করা হয়েছে।”

সম্মানীত শ্রোতামণ্ডলী ! বর্তমান যুগে কেউ কেউ প্রচার করছেন যে, কুরবানী করা একটি ফযীলতের বিষয় । এটা কোন ওয়াজিব আমল নয় । তারা বলছেনঃ যদি কোন কোটিপতি মানুষও কুরবানী না করে, তাহলে নাকি কোন রকম গোনাহ হবে না । মনে রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা । সঠিক কথা হল, কুরবানী করা ওয়াজিব । কেননা, সূরা

কাওসারের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন । আর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের মাদানী জীবনে প্রত্যেক বছর পাবন্দি সহকারে কুরবানী করতেন । এ সম্পর্কে সুনানে তিরমিযীর ১৪৯৫ নাম্বার হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বলেছেনঃ

أَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ

"রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান কালে প্রত্যেক বছর পশু কুরবানী করতেন।" ইমাম তিরমিযী (রহ) লিখেছেন, এ হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ । এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কুরবানী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল । এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই এটা বাদ দেন নি ।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার আর একটি বলিষ্ঠ দলীল এই যে, সুনানে ইবনে মাজার ২১২৩ নাম্বার হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ وَّجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا

যে ব্যক্তি কুরবানী করায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদ ময়দানে না আসে । হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ । এ হাদীস দ্বারা খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব । এ জন্যই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করায় অবহেলা কারী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে ঈদগাহে আসতে নিষেধ করেছেন ।

এখন প্রশ্ন হল, সামর্থ্যবান কারা ? এ সম্পর্কে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে লেখা আছে, যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখের ফজর থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিস্ক-সম্পন্ন মুসলিম, পুরুষ কিংবা নারী নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

নিসাব পরিমাণ অর্থ বলতে (১) সোনা, (২) রুপো, (৩) টাকা-পয়সা, (৪) ব্যবসার মাল এই চারটি সম্পদ মিলিয়ে ঋণ বাদ দিয়ে সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর মূল্য পরিমাণ

অর্থ । তবে যদি, কারোর কাছে এই চারটি সম্পদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সোনা থাকে, বাকি তিনটির কিছুই না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাড়ে ৭ ভরি পরিমাণ সোনা, নিসাব বলে ধর্তব্য হবে ।

এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন । সেটা হল, সাড়ে ৫২ ভরি রুপো ও সাড়ে ৭ ভরি সোনা, কথাটি পুরাতন হিসাব অনুযায়ী। পুরাতন হিসাবে ভরি হত ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রামে । আর এখন হয় ১০ গ্রামে।

সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর ওজন ৬১২ গ্রামের সামান্য বেশি। অতএব, এখনকার (১০ গ্রামের) ভরি হিসাবে রুপোর নিসাব হবে ৬১ ভরি ২ গ্রাম ।

অনুরূপভাবে, সাড়ে ৭ ভরি সোনার ওজন প্রায় সাড়ে ৮৭ গ্রাম। অতএব, এখনকার ভরি হিসাবে সোনার নিসাব হবে ৮ ভরি সাড়ে ৭ গ্রাম । সারকথা, এখনকার ভরি হিসাবে যাকাত, ফিতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য শরয়ী নিসাব হল ৬১ ভরি ২ গ্রাম রুপো, অথবা ৮ ভরি সাড়ে সাত

গ্রাম সোনা। এও মনে রাখবেন, আজকাল রুপোর দাম হিসাবে রুপোর নিসাব-মূল্য হচ্ছে ৪৩ হাজার টাকা।

মুহতারম ভাই সকল ! কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি খুবই জরুরী মাসআলা জেনে রাখা দরকারঃ (১) কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, ফ্লাট, দোকান, যান-বাহন, মেশিনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাড়ির আসবাবপত্র, এক কথায় জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস-পত্রের ধর্তব্য নেই । তবে এগুলি যদি ব্যবহার ও প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত হয় আর তার মূল্য রুপোর নিসাব পরিমাণ হয়,তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে । (২) যদি পরিবার-বর্গের পূর্ণ এক বছরের খোরাকি উৎপাদনের জন্য যতটা চাষের জমি প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি জমি থাকে আর তার মূল্য যদি রুপোর নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হবে। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আলমায়ী ২ খণ্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় এ মাসআলাদু'টি লেখা আছে ।

আমরা পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা গোটা মুসলিম বিশ্বের সকলকে বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করার তাওফীক দান করুন ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদ্রাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ